[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পলিসি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৬.০০.০০০০.০৬১.২২.০০২.১৯.২২৪—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করার নিমিত্ত সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩' অনুমোদন করেছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩' অনুমোদনের পর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২১' রহিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হান্নান
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩

১. **পটভূমি:**

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বীকৃতি পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী, সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ-ভূ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল-সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন মহাযজ্ঞের নেতৃত্ব প্রদানকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা 'আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ' জনাব সজীব ওয়াজেদ এঁর পরামর্শে ৪টি মূল স্তম্ভ 'ডিজিটাল সরকার, নাগরিকদের ডিজিটাল সেবা প্রদান, আইসিটি ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আইসিটি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ' এর ভিত্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাকে স্ফুরিত করার লক্ষ্যে সরকার ১২ ডিসেম্বরকে প্রথমে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' হিসেবে এবং পরবর্তীতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৯৩২ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে প্রতি বছর ১২ ডিসেম্বর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও জ্ঞানভিত্তিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ- এঁর দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি- এঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাইলফলক অর্জন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে ২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও অন্যান্য আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা-কে কাজে লাগানো ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি যেমন: এআই, আইওটি, ব্লকচেইন, বিগ ডাটা, রোবটিক্স, 3D প্রিন্টিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ইত্যাদি উচ্চ প্রযুক্তি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ বা আধুনিকীকরনে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান কে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হলো।

২. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা:

২.১: **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** : এ নীতিমালা **স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩** নামে অভিহিত হবে।

২.২: **প্রবর্তন** : এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২.৩: **সংজ্ঞা:**

(১) '**ব্যক্তি**' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের কর্মচারী/ব্যক্তি বুঝাবে;

(২) 'দল' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের একাধিক কর্মচারী/ব্যক্তির সমষ্টিকে বুঝাবে;

(৩) '**প্রতিষ্ঠান**' বলতে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(৪) '**সচিব**' বলতে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব বুঝাবে।

৩. উদ্দেশ্য:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা।

৪. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হবে:

৪.১. **সাধারণ:**

৪.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৪.১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৪.১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪.১.৪ কেন্দ্রীয়/মাঠ পর্যায়ে/বাংলাদেশ মিশনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৪.১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

৪.২ **কারিগরি:**

৪.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার/নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;

৪.২.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা) নিশ্চিতকরণ;

৪.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.২.৪ বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪.৩ স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার এর ক্ষেত্রগুলোর সম্পৃক্ততা নিম্নরূপ:

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র	**স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ**
৪.৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন	স্মার্ট সিটিজেন
৪.৩.২ কেন্দ্রীয়/মাঠ পর্যায়ে/বাংলাদেশ মিশনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন ৪.৩.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ৪.৩.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার/নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ৪.৩.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের (সাইবার নিরাপত্তা) নিশ্চিতকরণ	স্মার্ট গভর্নমেন্ট
৪.৩.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান ৪.৩.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান	স্মার্ট ইকোনমি
৪.৩.৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং ৪.৩.৯ বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।	স্মার্ট সোসাইটি

৫. পুরস্কারের শ্রেণি বিভাগ:

৫.১. **জাতীয় পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):**

৫.১.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.১.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা সমভাবে বন্টন করা হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৫.২. জেলা পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):

৫.২.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে (জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তরা ব্যতীত)।

৫.২.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে মোট ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমভাবে বন্টন করা হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট , সম্মাননা সনদ ও ০১ টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৬. পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়:

পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

৭. বাস্তবায়ন সময়সূচি:

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

মনোনয়ন আহবান	-	০৫ জুলাই-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট আবেদন দাখিল	-	০৫ আগস্ট-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই	-	৩১ আগস্ট-এর মধ্যে
কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক জেলা পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত বাছাইকৃত আবেদনসমূহ হতে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন	-	২০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে
সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ ‘জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’র নিকট প্রেরণ	-	১০ অক্টোবর-এর মধ্যে
পুরস্কার প্রদান	-	১২ ডিসেম্বর

৮. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

৮.১. প্রাথমিক মনোনয়ন প্রেরণ:

৮.১.১. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠান সরাসরি জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। [শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বেসরকারি ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা জেলা বাছাই কমিটি, ঢাকা বা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি-এর নিকট প্রেরণ করতে পারবে।]

৮.১.২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান শ্রেণির মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৮.১.৩. সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক **(সংযোজনী)** ব্যবহার করতে হবে।

৮.২.বাছাই কমিটি

৮.২.১. জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি:

১. জেলা প্রশাসক -সভাপতি
২. সিভিল সার্জন -সদস্য
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ -সদস্য
৪. পুলিশ সুপার -সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (যদি থাকে)/সরকারি কলেজের আইসিটি বিষয়ক বিভাগের শিক্ষক -সদস্য
৬. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর -সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় -সদস্য
৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) -সদস্য
৯. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা -সদস্য
১০. আইসিটি বিশেষজ্ঞ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১১. প্রোগ্রামার -সদস্য
১২. এফবিসিসিআই/চেম্বার অব কর্মাস-এর প্রতিনিধি -সদস্য
১৩. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) - সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

ক) জেলা বাছাই কমিটি সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান— এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

খ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

গ) প্রয়োজনে কমিটি অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

ঘ) জেলা কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.২. কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সভাপতি
২.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সদস্য
৩.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-সদস্য
৪.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	-সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৭.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-সদস্য
৮.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট অনুবিভাগ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (১টি বাংলা ও ১ টি ইংরেজি) ও ওয়েব পোর্টালে মনোনয়ন/আবেদনপত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

(খ) যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য এক বা একাধিক কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে;

(গ) প্রাপ্ত মনোনয়ন বাছাই করে সাধারণ ও কারিগরি প্রথক ২ টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে জাতীয় পর্যায়ের মোট ১২টি প্রস্তাব এবং জেলা পর্যায়ের মোট ১২ টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে মূল্যায়ন করবে;

(ঘ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

(চ) কমিটি আবেদন মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে; এবং

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.৩. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি অনুসরণ:

জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত তালিকা বিবেচনা করে উক্ত তালিকা হতে অথবা মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনায় জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পর তা অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করবে।

৯. বাস্তবায়ন:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩' এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

১০. পুরস্কার পরিকল্পনায় বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

১০.১. মনোনয়ন পত্রের তথ্য অসম্পূর্ণ বা অসত্য বা অস্পষ্ট এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র না থাকলে মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০.২. এ পুরস্কার কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং

১০.৩. কোনো শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন কোনো প্রস্তাব পাওয়া না গেলে, সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদান বিবেচনা করা হবে না।

সংযোজনী-ক

ব্যক্তির পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (ব্যক্তির জন্য)

১। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

১. সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

২. অন্যান্য——

৩। নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;

২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);

৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য:

৪.১ নাম...

৪.২ পেশা : .... পদবি................................

৪.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

৪.৪ ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.......................... মোবাইল:.............................

ই-মেইল:..

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

৫। যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;

খ) উদ্দেশ্যসমূহ;

গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;

ঘ) কার্যক্রম;

ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;

চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;
ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;
ড) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য;
ঢ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)

৮। প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):
ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
আবেদনকারীর নাম ও ঠিকান:
তারিখ:

দলের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

সংযোজনী-খ

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (দলের জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। **যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক) সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

খ) অন্যান্য——

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং
৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **দল সম্পর্কিত তথ্য (সকল সদস্যের তথ্য লিখুন):**

ক) সদস্য-১: নাম...

পেশা : ....পদবি..............................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)...................... (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.........................মোবাইল:..........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

খ) সদস্য-২: নাম...

পেশা : ....পদবি..............................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)...................... (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.........................মোবাইল:..........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

গ) সদস্য-৩: নাম...

পেশা : ....পদবি..............................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)...................... (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.........................মোবাইল:..........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

ঘ) সদস্য-৪: নাম..

পেশা : .... পদবি..................................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.......................... মোবাইল:.................................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

ঙ) সদস্য-৫: নাম..

পেশা : .... পদবি..................................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:.......................... মোবাইল:.................................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

৫। **যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):**

৬। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :**

ক) প্রেক্ষাপট;
খ) উদ্দেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;
ঘ) কার্যক্রম;
ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;
চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;
ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী/ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবহার বান্ধব;
ড) উদ্যোগটির সম্প্রসারণযোগ্য;
ঞ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। **প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত দলের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততার ধরণ (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ)**

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**

ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/ সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (দল নেতা)
আবেদনকারীর নাম
তারিখ:

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

সংযোজনী-গ

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (প্রতিষ্ঠানের জন্য)

১। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

খ. অন্যান্য—

৩। নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং
৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

৪.১ প্রতিষ্ঠানের নাম...

৪.২ ঠিকানা...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

৪.৩ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর তথ্য:

নাম...

পেশা......................... পদবি ....

ঠিকানা ....

ফোন: (দাপ্তরিক)..................... মোবাইল:..........................

ই-মেইল:...

৫। যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;
খ) উদ্দেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;
ঘ) কার্যক্রম;
ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;
চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;

ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী/ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি/মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবহার বান্ধব;
ড) উদ্যোগটির সম্প্রসারণযোগ্য;
ঢ) প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ;
ণ) প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কি না?
ত) বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ;
থ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। প্রকল্প/উদ্যোগ মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**
ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/ সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (প্রতিষ্ঠান প্রধান)
আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
তারিখ:

সংযোজনী-ঘ

মূল্যায়ন ছক(ব্যক্তিগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা (Relevancy)	৫	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৫	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৫	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১১.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১২.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৩.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৫	
১৪.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৫	
১৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৫	
১৬.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা?(Environment friendly)	৪	
১৭.	উদ্যোগটি ব্যবহার বান্ধব কিনা? (User friendly)	৫	
১৮.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
১৯.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২১.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	

সংযোজনী-ঙ

মূল্যায়ন ছক(দলগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা(Relevancy)	৫	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৪	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	উদ্যোগে দলের সদস্যের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততা	৫	
১১.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১২.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১৩.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য(SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৪.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	
১৫.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৫	
১৬.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৫	
১৭.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা?(Environment friendly)	৪	
১৮.	উদ্যোগটি ব্যবহার বান্ধব কিনা? (User friendly)	৪	
১৯.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
২০.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২২.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	

সংযোজনী-চ

মূল্যায়ন ছক (প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা(Relevancy)	৪	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৪	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ	৩	
১১.	মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	৪	
১২.	প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ	৪	
১৩.	প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কিনা?	৪	
১৪.	আইটি শিল্প বিকাশে অবদান	৪	
১৫.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১৬.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৪	
১৭.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য(SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৪	
১৮.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	
১৯.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৪	
২০.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৪	
২১.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা? (Environment friendly)	৪	
২২.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৪	
২৩.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২৫.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	